কৃষি সুপারিশ

১১-১৩ ই জুলাই ,২০২২ (২৬-২৮ শে আষাঢ় ,১৪২৯)

অড়হর- হালকা ও মাঝারি মাটিতে ভাল হয়, তবে সব ধরণের মাটিতে চাষ করা যায়। জৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বীজ বুনতে হবে। একরে ১০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। স্বল্প মেয়াদী জাতে সারি ও গাছের দূরত্ব থাকে ১ ফুট, মধ্য মেয়াদী জাতে ২ ফুট ও ১ ফুট ।প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে থাইরাম ৭৫% ২ গ্রাম বা ম্যানকোজেব ৭৫% ৩ গ্রাম বা ক্যাপটান ৭৫% ২ গ্রাম মেশালেই বীজ শোধন হয়ে যাবে ।বীজ বোনার কমপক্ষে ৭ দিন আগে বীজশোধন করে বোনার আগে রাইজোবিয়াম কালচার মেশাতে হবে । স্বল্প মেয়াদী (১২০ দিন) জাতগুলি হল টিএটি-১০, ইউ.পি.এএস-১২০, প্রভাত, টি-২১, পুসা আগেতি। মধ্য মায়াদী (১৬০ দিন) জাত -রবি, এই জাতটি আশ্বিন মাসে বোনা হয়। একর প্রতি মুলসার নাইট্রোজেন ১২ কেজি, ফসফেট ২৪ কেজি ও পটাশ ২৪ কেজি লাগে। কোন চাপান সার লাগে না।

পাট - পাটের বয়স ৯০-১১০ দিনের হলে পাট কাটা যেতে পারে তবে ১১০-১১৫ দিনের পাট কাটার জন্য আদর্শ। পাটের গুণগত মান পাট পচানোর পদ্ধতির ওপর অনেকটা নির্ভর করে, সুতরাং পাট কাটার পর পাট পচানোর বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। পাট কাটার পর বাণ্ডিল বেঁধে ৪-৫ দিন রোদে রেখে পাতা ঝড়ে গেলে পরিস্কার জলে জাঁক দিতে হবে, কাঁদা মাটি বা কলাগাছ দিয়ে পাট জাঁক দেওয়া পরিহার করুণ এর ফলে পাটের গুণগত মান ও রং খারাপ হয়ে যায়। পাটের প্রতি বাণ্ডিলে ২-৩টি ধইঞ্চা গাছ ঢুকিয়ে দিলে পাটের পচন দ্রুত হয়।

খরিফ ভুট্টা - উঁচু ও মাঝারি দো-আঁশ থেকে বেলে দো-আঁশ মাটির যে কোনো জমি ভুট্টা চাষের উপযুক্ত। খরিফ ভুট্টার উপযুক্ত জাত - বিবেক-২৭, বিবেক-কিউ.পি.এম-৯, ডি.এম.এইচ ১১৮, যুবরাজ গোল্ড, শ্রীরাম ৯২২০, বায়ো ৯৬৮১ ইত্যাদি। উপযুক্ত জাতের বীজ সংগ্রহ করে বীজ শোধন করে নিতে হবে। বীজ শোধনের জন্য প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ক্যাপটান ৭৫% ২.৫ গ্রাম বা ভিটাভ্যাক্স ২.৫ গ্রাম মিশিয়ে শোধন করে নিতে হবে। বীজ বোনার জন্য জুনের প্রথম থেকে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ উপযুক্ত সময়।গভীর লাঙ্গল দিয়ে আগাছা পরিস্কার করে জমি তৈরীর সময় একরে ২টন কম্পোষ্ট, ৬কেজি অ্যাজোটোব্যাকটর ও পি.এস.বি মেশানো উচিৎ। হাইব্রিড ভুট্টায় একরে মুলসার হিসেবে ১৯ কেজি নাইট্রোজেন, ২৮ কেজি ফসফেট ও১০ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করা উচিৎ।

আউস ধান- উঁচু ও মাঝারি দো-আঁশ মাটির যে কোনো জমি আউস ধান চাষের উপযুক্ত। সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের ফলে অধিকাংশ আউসই বোনার পরিবর্তে রোয়া হচ্ছে।সাধারণত বৈশাখ থেকে আষাঢ় পর্যন্ত বোনা বা রোয়ার কাজ চলে। আউস ধানের উপযুক্ত জাত - পি.এন.আর-৩৮,পারিজাত, মোহন, সারথী, নরেন্দ্রধান-৯৭, এম.টি.ইউ-১০০৪, লাল মিনিকিট (ডব্লু জি এল-২০৪৭১), নয়নমণি, রেণু ইত্যাদি। উপযুক্ত জাতের বীজ সংগ্রহ করে বীজ শোধন করে নিতে হবে। বীজ শোধনের জন্য ২.৫ গ্রা থাইরম ৭৫% বা ৩.০ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে শোধন করে নিতে হবে। কাদানো বীজতলায় বীজ শোধনের জন্য ১৫ লিটার জলে ৩০ গ্রা ট্রাইসাইক্লাজোল বা ৪ গ্রা কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে তাতে ১ কেজি বীজ ধান ৮-১০ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখতে হবে।

আমন ধান- বেলে দো-আঁশ থেকে এঁটেল মাটিযুক্ত উঁচু, মাঝারি বা নিচু যে কোন অবস্থানের জমিতেই আমন ধান চাষ করা যায়। জমির অবস্থান, বৃষ্টির সম্ভবনা, জাতের মেয়াদ ও শষ্যচক্র ইত্যাদির কথা বিবেচনা করে আমন ধান চাষের জন্য বীজবোনার সময় ঠিক করতে হবে।আমন ধানের চাষ মোটামুটিভাবে বর্ষার জলেই হয়ে থাকে বলে জমির অবস্থান অনুযায়ী বোনার সময় ঠিক করতে হয়। জমির অবস্থান অনুযায়ী বৈশাখ মাস থেকে শ্রাবণ মাসের প্রথম পর্যন্ত আমন ধানের বীজ বোনা চলে। উন্নত জলদি জাত- পি.এন.আর ৩৮১, পি.এন.আর- ৫১৯, রেণু, পুষ্প,আই.আর-৬৪ ডি.আর.টি-১, অজিত, বিনাধান-১১, রাজেন্দ্র ভগবতী, নরেন্দ্রধান-৯৭, লাল মিনিকিট, নয়নমনি ইত্যাদি। বৃষ্টিনির্ভর নীচু জমির জন্য মধ্য মেয়াদী জাত (১ ফুট জল) লাল স্বর্ণ, সাবিত্রী, সি.আর-১০০২, সি.আর-১০১৪ শশী, ধীরেন, রাণী ধান, স্বর্ণসাব-১, এম.টি.ইউ-১০৭৫ ইত্যাদি।ভাল ফলন পেতে জমির মানের উপযুক্ত উন্নত ধানের জাত নির্বাচন করে শংসিত বীজ সংগ্রহ করতে হবে। সরকারি ভরতুকিতে বীজ ধান সংগ্রহের সুযোগ নিতে হবে। আউস ধানের মতো বীজ শোধন করতে হবে।

বীজতলা তৈরী- ০.১ একর বা ১০ শতকবীজতলার জন্য মুলসার হিসেবে গোবর বাকম্পোষ্ট ১ টন, নাইট্রোজেন ২কেজি, ফসফেট-২কেজি ও পটাশ ২ কেজি লাগবে। বীজতলায় ধান একটু হালকা ভাবে ফেললে চারা ভাল হয়। শুকনো বীজতলায় চারাভাঙার ৭-১০ দিন আগে এবং কাদানো বীজতলায় বীজ বোনার ১৮-২৫ দিন পর ফসফামিডন ১৫ মিলি বা অ্যাসিফেট ০.৭৫ গ্রাম বা কারটাপ ১ গ্রাম হারে প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। কাদানো বীজতলায় দানাদার কীটনাশক হিসেবে ১০শতক বীজতলায় ২কেজি কার্বফুরান ৩জি বা ৬০০ গ্রাম ফোরেট ১০জি বা ১৫ কেজি কারটাপ ৪জি চারা তোলার ৭ দিন আগে প্রয়োগ করে ২ ইঞ্চি জল ধরে রাখতে হবে।

মূল জমিতে সার প্রয়োগ -আউস ও আমন ধানে জমির উর্বরতা বজায় রাখতে জমিতে জৈব এবং সবুজ সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। সবুজ সার প্রয়োগ করা না গেলে জমি তৈরীর সময়ে একরে ৫ টন জৈব সার মাটিতে ভালভাবে মিশিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। রাসায়নিক সার হিসেবে জমির চরিত্র ও ধানের জাত অনুযায়ী মূল সার হিসেবে একরে ৭-১০ কেজি নাইট্রোজেন, ১২-১৬ কেজি ফসফেট ও১২-১৬ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করা উচিৎ। বেলে মাটিতে পটাশ সার ২ বারে (মূল সার ও ২য় চাপানে) প্রয়োগ করা যেতে পারে। জিঙ্কের ঘাটতি যুক্ত এলাকায় একর প্রতি ১০ কেজি জিঙ্কসালফেট ও ৪-৮ কেজি সালফার মুলসার কিংবা প্রথম চাপানে প্রয়োগ করা যেতে পারে। মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সার প্রয়োগ করলে ফলন বৃদ্ধি হয় ও সারের অপচয় কম হয়।

সাধারণত আষাঢ় থেকে শ্রাবণের মধ্যে (জুলাই থেকে আগষ্টের মধ্যে) আমন ধান রোয়ার কাজ শেষ করা উচিৎ।

আমনের জলদি জাতের চারা ২০ সেমি X ১০ সেমি (৮ ইঞ্চি X ৪ ইঞ্চি), মাঝারি জাতের চারা ২০ সেমি X ১৫ সেমি (৮ ইঞ্চি X ৬ ইঞ্চি) এবং নাবি জাতের চারা ২০ সেমি X ২০ সেমি (৮ ইঞ্চি X ৮ইঞ্চি) দূরত্বে রোয়া করতে হবে।

সবুজ সার- ধইঞ্চা বীজ বোনার ৬ সপ্তাহের মাথায় কচি অবস্থায় চাষ দিয়ে জমিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়, ফলে মাটিতে প্রচুর পরিমানে জৈব সারের সঙ্গে নাইট্রোজেন-এর প্রয়োগ ঘটে, মাটির স্বাস্থ্য ভাল হয়। পরে আমন ধান চাষের সময়ে নাইট্রোজেন কম পরিমানে প্রয়োগ করতে হয়। প্রতি ৩ বছরে একবার জমিতে সবুজ সার চাষ করা প্রয়োজন।

বিস্তারিত জানতে আপনার ব্লকের স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বা সহ-কৃষি অধিকর্তার কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

কৃষিঅধিকর্তা,পশ্চিমবঙ্গসরকার-এর পক্ষে

যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (সম্প্রচার ও তথ্য), পশ্চিমবঙ্গ